ইত্তেফাক

তারিখ ২৮।১২।৮২
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

৬৫৭

125

আইন-আদালত

মীরপুর গার্লস ইনষ্টিটিউটের গভর্নিং-বডি সম্পর্কে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ

(সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্ট)

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি জনাব এ, টি, এম, আফজালের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনষ্টিটিউটের জীববিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রভাষক মিসেস নেক পারভীনের রীট আবেদনক্রমে মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটারী ইনষ্টিটিউটের গভর্নিং বডি বাতিল করিয়া তৎপরিবর্তে এড-হক কমিটি গঠন করিবার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হইবে না চার সপ্তাহের মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অপর দুইজনের উপর গত সোমবার রুল জারি করেন। ইহাছাড়াও মাননীয় বিচারপতিদ্বয় উক্ত ইনষ্টিটিউটের গভর্নিং বডি কর্তৃক ২৫শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে প্রভাষকের পদ হইতে কর্মচ্যুত করা কেন অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, আবেদনকারিনী মীর-

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

আইন আদালত

(৩য় পৃঃ পর)

পুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনষ্টিটিউটের গভর্নিং বডি বাতিল করিয়া তৎপরিবর্তে এডহক কমিটি গঠন ও গভর্নিং বডি কর্তৃক তাঁহাকে প্রভাষকের পদ হইতে কর্মচ্যুত করিবার আদেশ অবৈধ ঘোষণা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া রীট আবেদন পেশ করেন।

আবেদনকারিনীর পক্ষে বলা হয় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকেই শিক্ষা বোর্ড আইন অনুসারে এককভাবে গভর্নিং বডি বাতিল করিয়া দিতে পারেন; অধিকন্তু শিক্ষা বোর্ড নিজেই যেখানে গভর্নিং বডি বাতিল করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। আবেদনকারিনীর পক্ষে আরো বলা হয় যে, ১৯৮১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে যেদিন শিক্ষা বোর্ড গভর্নিং বডি বাতিল করিবার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই আইনের দৃষ্টিতে গভর্নিং বডির কোন অস্তিত্বই নাই। অতএব উক্ত গভর্নিং বডি কর্তৃক তাঁহাকে প্রভাষকের পদ হইতে কর্মচ্যুত করিবার আদেশ অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত। ইহাছাড়া যেহেতু আবেদনকারিনী বহু পূর্বেই প্রবেশনার প্রভাষকের কার্যকাল সমাপ্ত করিয়াছেন সেইহেতু তাঁহাকে প্রবেশনার প্রভাষক হিসাবেই কর্মচ্যুত করা আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ ও বাতিলযোগ্য।

আবেদনকারিনীর পক্ষে নিবেদন পেশ করেন ব্যারিষ্টার জনাব মইনুল হোসেন এবং তাঁহাকে সহায়তা করেন ব্যারিষ্টার জনাব জয়নুল আবেদীন।